# অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তা

## ১ যোহন ৫ অধ্যায় ১৩-১৫ পদ

সত্য ও মিথ্যা বিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে যোহন সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছে। এই ব্যাখ্যা করার পর, এই চিঠি লেখার পেছনে উদ্দেশ্যর কথা পুনরায় উল্লেখ করে যোহন এই চিঠি শেষ করেছে। আর সেই উদ্দেশ্যটি হল: **যে সমস্ত বিশ্বাসী যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে বিশ্বাস করে, তারা যে অনন্তজীবন পেয়েছে, সে বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান** (১৩ পদ)। এই সমস্ত বিশ্বাসীরা তাদের অনন্তজীবন সম্বন্ধে যেমন নিশ্চিত হতে পারে, তেমনই তারা যখন প্রার্থনা করে, তখন সেই প্রার্থনার উত্তর লাভেও তারা নিশ্চিত হতে পারে (১৪-১৫ পদ)।

আমরা জানি, যোহন তার **সুসমাচার** লেখার উদ্দেশ্যর কথা **যোহন ২০:৩১ পদে** স্পষ্ট করে বলেছে, ***"কিন্তু এই সমস্ত লেখা হয়েছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই খ্রীস্ট, ঈশ্বরের পুত্র; আর বিশ্বাস করে যেন তাঁর নামে জীবন প্রাপ্ত হও।"*** ঠিক একইভাবে, **১ যোহন ৫:১৩ পদে**, যোহন এই পত্র লেখার উদ্দেশ্যকে তার পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছে: ***"তোমরা যারা ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করছ, আমি তোমাদের এই সমস্ত কথা লিখলাম, যেন তোমরা জানতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পেয়েছ।"*** যোহন এই পত্র এমন একটি মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে লিখেছিল, যে মণ্ডলীতে খ্রীস্টীয় বিশ্বাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন শিক্ষা, তথা ভ্রান্তশিক্ষা আত্মপ্রকাশ করেছিল। এমন পরিস্থিতিতে, মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের মধ্যে যে সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল, তা হল, তারা প্রকৃত অর্থে অনন্তজীবন পেয়েছে কি-না, সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা। তাদের মধ্যে অনেকে, যারা 'যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র' বলে বিশ্বাস করত, তারা সেই বিশ্বাসের যথার্থতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে শুরু করেছিল; কারণ, তাদের মধ্যে অনেকে 'যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র' বলে স্বীকার না করেও বিশেষ ঈশ্বর-জ্ঞানের অধিকারের দাবি করত। এমন পরিস্থিতিতে, বিশ্বাসীরা যে অনন্তজীবনের অভিজ্ঞতা ভোগ করছিল, তা সত্য অভিজ্ঞতা ছিল কি-না, সে বিষয়েও তারা প্রশ্ন করতে শুরু করেছিল।

তাই, যোহন তার পাঠকদের কাছে এই পত্রে এতদূর পর্যন্ত যে কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছে, তা হল, কেবল ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীস্টেই অনন্তজীবন লাভ সম্ভব: ***"ঈশ্বর আমাদের অনন্তজীবন দিয়েছেন, এবং সেই জীবন তাঁর পুত্রে আছে। পুত্রকে যে পেয়েছে, সে সেই জীবন পেয়েছে; ঈশ্বরের পুত্রকে যে পাইনি, সে সেই জীবন পাইনি"*** (১ যোহন ৫:১১-১২)। সেই সত্যের ভিত্তিতে, যোহন এখন ১৩ পদে বলছে, অতএব তার পাঠকরা এ বিষয়ে যেন নিশ্চিত হয় যে, তারা অনন্তজীবনের অধিকারী।

অর্থাৎ, যোহন এই পত্র অবিশ্বাসীদের উদ্দেশে লেখেনি, খ্রীস্টীয় বিশ্বাসের সত্য যুক্তি দিয়ে অবিশ্বাসীদের বোঝাতে চায়নি। কিন্তু যোহন এই পত্র বিশ্বাসীদের উদ্দেশে লিখেছে, এবং তাদের খ্রীস্ট-বিশ্বাসকে দৃঢ় করার জন্য এই পত্র লিখেছে। কারণ পারিপার্শিক ভ্রান্ত শিক্ষকদের চাপে, তারা তাদের খ্রীস্টীয় অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সন্দেহ করতে শুরু করেছিল এবং তার ফলস্বরূপ, যীশুতে তাদের বিশ্বাস, তারা ত্যাগ করতে চলেছিল। তাই, যোহন তাদেরকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছে যে, যারা 'যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র' বলে বিশ্বাস করে, তারা তাদের অনন্তজীবনের অধিকার সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারে। এই বিশ্বাসকে 'যীশুর নামে বিশ্বাস' বলেও বর্ণনা করা যেতে পারে, যার কথা আমরা যোহন ১:১২; ২:২৩ বা ১যোহন ৩:২৩ পদে পাই। 'যীশুর নামে বিশ্বাস' কথার অর্থ, তাঁর নামের দ্বারা যে সমস্ত বিষয় প্রকাশ পায়, তিনি যে তা পূর্ণ করে থাকেন, তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন বা অঙ্গীকার।

হ্যাঁ, অনন্তজীবন হল সেই উপহার বা দান, যা আমরা কেউ নিজেদের ক্ষমতায় অর্জন করতে পারি না (ইফিষীয় ২:৮-৯; যোহন ১০:২৭-২৯)। কিন্তু এই উপহার হল একজন ব্যক্তি- স্বয়ং যীশু খ্রীস্ট। তাই, আমরা এই অনন্ত জীবন কেবল যীশুর কাছ থেকে পাই না; কিন্তু যীশুতে পেয়ে থাকি। কারণ, ***"পুত্রকে যে পেয়েছে, সে সেই জীবন পেয়েছে"*** (১যোহন ৫:১২ পদ)। এই জীবনকে 'সেই জীবন' বলা হয়েছে, যার অর্থ তা প্রকৃত জীবন (১তীমথিয় ৬:১৯)। আর এই উপহার আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা বিশ্বাসের মাধ্যমে লাভ



অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

করে থাকি। তাই, যোহন তার সুসমাচার লিখেছে, যেন আমরা বিশ্বাস করি যে, যীশুই খ্রীস্ট ও ঈশ্বরের পুত্র, এবং তা বিশ্বাস করে অনন্ত জীবন পাই (যোহন ২০:৩১)। আর যোহন তার এই পত্র সেই সমস্ত বিশ্বাসীদের উদ্দেশে লিখেছে, যারা 'যীশু খ্রীস্টকে ঈশ্বরের পুত্র' বলে বিশ্বাস করেছে, তারা যে অনন্তজীবন পেয়েছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়, সন্দেহ না করে। হ্যাঁ, বিশ্বাসী ইতিমধ্যে সেই জীবন পেয়েছে; 'পাবে' বা 'পেতে পারে,' এমন নয়!

এখন, বিশ্বাসী আমরা যখন অনন্তজীবনের নিশ্চয়তা লাভ করি, তখন ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা আমাদের সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে থাকি। বিশেষতঃ, আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে বিভিন্ন প্রার্থনা বা বিনতি রাখি, তখন আমরা, অনন্তজীবন লাভের কারণে, সাহসের সঙ্গে আমাদের সেই সমস্ত বিনতি ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসি। তাই, ১৪ পদে যোহন লিখেছে, *"আর তাঁর উদ্দেশে আমরা এই সাহস পেয়েছি যে, যদি তাঁর ইচ্ছানুসারে কিছু যাচনা করি, তবে তিনি আমাদের যাচনা শোনেন।"* এর আগে ১যোহন ৩:২১-২২ পদে আমরা দেখেছি যে, *"আমাদের হৃদয় যদি আমাদের দোষী না করে, তবে ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের সাহস লাভ হয়; এবং যা কিছু যাচ্‌না করি, তা তার কাছে পাই।"* অর্থাৎ, এই আশ্বাসবাণীকে যোহন এখানে পুনরায় উল্লেখ করে বলেছে, বিশ্বাসী আমরা যারা 'যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র' বলে বিশ্বাসের মাধ্যমে ইতিমধ্যে অনন্তজীবন লাভ করেছি, তারা যখন ঈশ্বরের কাছে বিভিন্ন যাচ্‌না করি, তখন আমরা যেন নিশ্চিত জানি যে, তিনি আমাদের যাচ্‌না সকল শুনে থাকেন। এখানে, আমাদের যাচ্‌না সকল ''শোনার' অর্থ ''অনুকূলে কাজ করা;'' অর্থাৎ, ঈশ্বর আমাদের সেই সমস্ত প্রার্থনার উত্তর দেবেন বা দিয়েছেন।

অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, আমরা যা-ইচ্ছা-তাই তাঁর কাছে চাইব; আর তিনি তার উত্তর দিতে বাধ্য থাকবেন। ১৪ পদে তাঁর কাছে প্রার্থনার উত্তর পাবার পেছনে একটি শর্তের কথা বলা হয়েছে, *"যদি <u>তাঁর ইচ্ছানুসারে</u> যাচ্‌না করি।"* হ্যাঁ, যারা এই সমস্ত প্রার্থনা তাঁর কাছে উৎসর্গ করে, তাদেরকে যীশুতে থাকতে হবে এবং তাঁর বাক্য তাদের মধ্যে থাকতে হবে। যোহন ১৫:৭ পদে, যীশু তাঁর শিষ্যদের প্রতি এই প্রতিজ্ঞা করেছেন, *"তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার বাক্য যদি তোমাদের মধ্যে থাকে, তবে তোমাদের যা ইচ্ছা হয়, যাচ্‌না কোরো, তোমাদের জন্য তা করা যাবে।"* আবার, আমরা যখন সেই সমস্ত যাচ্‌না করি, তখন আমাদেরকে যীশুর নামে যাচ্‌না করতে হবে। যোহন ১৪:১৩-২৪ পদে যীশু প্রতিজ্ঞা করেছেন, *"আর তোমরা আমার নামে যা কিছু যাচ্‌না করবে, তা আমি সাধন করব, যেন পিতা পুত্রে মহিমান্বিত হন। যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচ্‌না কর, তবে আমি তা করব।"*

কিন্তু খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের জীবনে সাধারণ অভিজ্ঞতা হল, আমরা আমাদের অনেক প্রার্থনার উত্তর না পেয়েও থাকি। এমনকি, যীশুও তাঁর আগামী দুঃখভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যুর মর্মান্তিক বেদনার কথা চিন্তা করে, সেই পানপাত্র দূর করতে যদিও পিতাকে অনুরোধ করেছিলেন, তথাপি তাঁর সেই ইচ্ছা পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা না-ও হতে পারার কারণে, যীশু তাঁর বিনতিতে যোগ করেছিলেন: *"তথাপি আমার ইচ্ছামত না হোক, তোমার ইচ্ছামত হোক"* (মার্ক ১৪:৩৬)। তাই, খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের প্রয়োজন আমরা যেন *"<u>তাঁর ইচ্ছানুসারে</u> যাচ্‌না করি।"* কিন্তু আমাদের জন্য এবং আমরা যাদের জন্য প্রার্থনা করি, তাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কী, তা আমরা সর্বদা জানি না; কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা যে পরমানন্দের আশ্বাসবাণীর অধিকারী, তা হল, **আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের যা ইচ্ছা, তা অবশ্যই পূর্ণ হবে**। একই সঙ্গে, আমাদেরকে সেই সমস্ত যাচ্‌না করতে নিষেধ করা হয়েছে, বা সতর্ক করা হয়েছে, যেগুলি, আমরা জানি, ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে নয়; পাপপূর্ণ ইচ্ছা বা স্বার্থপর ইচ্ছা চরিতার্থ করার যাচ্‌না, যতই তাদের আসল মুখ ঢাকবার চেষ্টা করি-না-কেন, সেই সমস্ত পাপপূর্ণ বা স্বার্থপর ইচ্ছার প্রার্থনা করে কোনও লাভ হবে না।

কিন্তু প্রার্থনা যদি ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই করতে হয়, তবে সেই প্রার্থনা করে লাভ কী? কারণ, আমরা তার জন্য প্রার্থনা করি বা না-করি, শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের ইচ্ছাই তো পূর্ণ হবে। এই ধরণের কথার অর্থ, ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অনড় *(static)* বিষয় হিসাবে চিন্তা করা; যার অর্থ এমন চিন্তা যে, সমস্ত ঘটনা ঘটবার পূর্বে ঈশ্বর সেই সমস্ত


অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

বিষয়ের পূর্বপরিকল্পনা করে রেখেছেন, এমনকি আমরা কখন, কী প্রার্থনা করব, তা-ও তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে বর্তমান। কিন্তু আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, বাইবেল যদিও পৃথিবীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যর কথা বলে থাকে, কিন্তু এই প্রকার চিন্তা, যা 'নিয়তিবাদের' *(determinism)* নামান্তর, তা বাইবেলে ঈশ্বরের সন্তানদের প্রতি যে স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে, তাকে অস্বীকার করে। কেবল তা-ই নয়, এর দ্বারা ঈশ্বর ও তাঁর সন্তানদের মধ্যে যে সম্পর্কের কথা বাইবেলে বর্ণনা করা হয়েছে, তাকে ভীষনভাবে খর্ব করা হয়। 'নিয়তিবাদের' পরিবর্তে, বাইবেল যে শিক্ষা আমাদের দিয়ে থাকে, তা হল, আমরা যেন ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আমাদের ইচ্ছাকে বশীভূত করতে চেষ্টা করি। আর তাই, আমরা আমাদের প্রার্থনায় তাঁকে এমন কথা বলি থাকি, ***"তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক"*** (মথি ৬:১০) বা ***"আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা সিদ্ধ হোক"*** (লুক ২২:৪২)। এইভাবে, আমরা যখন নিঃশর্তে বা বিনা বাধায় ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেদেরকে সমর্পিত করি, তখন তিনি আমাদের মাধ্যমে আমাদের প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করে থাকেন। আর তাই, খুবই বাস্তব অর্থে, পৃথিবীতে ঈশ্বরের ইচ্ছা বাস্তবায়নে আমাদের প্রার্থনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই প্রার্থনার মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণের উপায় হিসাবে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে থাকি; এবং অন্যদিকে, আমরা যা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারি না, এমন পদ্ধতিতে, ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকেন। এইভাবে, আমরা যখন ঈশ্বরের যা ইচ্ছা, সেই ইচ্ছা করতে শিখি, তখন আমরা আমাদের প্রার্থনার উত্তর লাভের আনন্দ উপভোগ করে থাকি।

এই কথার উপর জোর দেবার জন্য ১৫ পদে যোহন লিখেছে, ***"আর যদি জানি যে, আমরা যা যাচ্‌না করি, তিনি তা শোনেন, তবে এও জানি যে, আমরা তাঁর কাছে যা যাচ্‌না করেছি, সেই সমস্ত পেয়েছি।"*** অর্থাৎ, আমরা যদি জানি যে, ঈশ্বর আমাদের যাচ্‌নার অনুকূলে কাজ করে থাকেন, তবে এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে, আমাদের সমস্ত প্রার্থনার উত্তর তিনি আমাদের দিয়েছেন। অর্থাৎ, আমরা যখন আমাদের বিভিন্ন প্রার্থনা বা বিনতি ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করি, তখন সেই মুহূর্তেই তিনি তা মঞ্জুর করে থাকেন; যদিও তা পূর্ণ হতে সময় লাগতে পারে। আমাদের অনেক বিনতির জন্য একথা পূর্ণ অর্থে সত্য। কারণ, আমাদের অনেক প্রার্থনা ভবিষ্যতের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, যেগুলির পূর্ণতা কেবল ভবিষ্যতেই সম্ভব। কিন্তু অন্যদিকে, আমরা যে সমস্ত আধ্যাত্মিক দানের জন্য প্রার্থনা করে থাকি, সেগুলির উত্তর আমরা তৎক্ষণাৎ পেয়ে থাকি। যাই-হোক-না-কেন, ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে, আমরা যখন ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা করে থাকি, তখন সেই প্রার্থনার উত্তরের বিষয় আমরা নিশ্চিত হতে পারি। মার্ক ১১:২৪ পদে যীশু নিজে আমাদের বলেছেন, ***"এইজন্য আমি তোমাদের বলি, যা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচনা কর, বিশ্বাস কোরো যে, তা পেয়েছ, তাতে তোমাদের জন্য তাই-ই হবে।"***

হ্যাঁ, বিশ্বাসী আমরা খোলা মনে নির্ভয়ে ঈশ্বরের কাছে এসে আমাদের প্রয়োজনের বিষয় নিবেদন করতে পারি। আমরা যতজন 'যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র' বলে বিশ্বাস করি, তারা যেমন নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি ও অনন্তজীবন পেয়েছি; ঠিক তেমনই আমরা নির্দ্বিধায় সেই ঈশ্বরের অনুগ্রহের সিংহাসনের সামনে এসে আমাদের বিনতি বা যাচ্‌না সকল এই নিশ্চয়তায় নিবেদন করতে পারি যে, সেগুলির প্রত্যেকটির উত্তর আমরা লাভ করেছি। অবশ্য, মনে রাখতে হবে, সেই যাচ্‌না করার আগে আমাদের হৃদয় যেন আমাদের দোষী না করে (১যোহন ৩:২১-২২); এবং আমরা যেন ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা করি (১যোহন ৫:১৪)। কারণ, প্রার্থনার উত্তরের পথে স্বীকার-না-করা পাপ বড় বাধা (গীত ৬৬:১৮; ১পিতর ৩:১-৭; মথি ৫:২৩-২৫; যোহন ১৫:৭)। অন্যদিকে, আমাদের মনে রাখতে হবে, মানুষের ইচ্ছা স্বর্গে পূর্ণ করার জন্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা পৃথিবীতে পূর্ণ করার বড় অস্ত্র হল প্রার্থনা। জর্জ মূলার এমন কথা বলতেন, "**প্রার্থনার অর্থ ঈশ্বরের অনিচ্ছাকে জয় করা নয়; কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আঁকড়ে ধরা।**" আমরা যখন কোনও বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা কী, তা বুঝতে পারি না, তখন আমাদের উচিৎ এই বলে প্রার্থনা করা, ***"আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা সিদ্ধ হোক"*** (লুক ২২:৪২)। কিন্তু বেশিরভাগ সময় বাইবেল পাঠ করে, বা তাঁর আত্মার পরিচালনায় (রোমীয় ৮:২৬-২৭) বা পরিবেশ-


অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

পরিস্থিতির সঠিক বিচার করে, আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারি। আর তাই, আমরা যখন ঈশ্বরের সেই ইচ্ছা জেনে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তখন নিশ্চিত হতে পারি যে, তিনি তার উত্তর দিয়েছেন। ফিলিপীয় ৪:১৯ পদে ঈশ্বর আমাদের ***লোভ নয়, কিন্তু প্রয়োজন*** পূর্ণ করতে প্রতিজ্ঞা করেছেন। অন্যদিকে, 'সব ভালো যার শেষ ভালো' এমন কথা খ্রীস্টবিশ্বাসীর সাজে না; কারণ, বাইবেল আমাদের কেবল সঠিক লক্ষ্য *(end)* নয়, সেই লক্ষ্য পূরণে যথার্থ উপায় *(means)* ব্যবহারের কথা শিক্ষা দিয়ে থাকে। আর প্রার্থনাই হল বিশ্বসীর কাছে সেই উপায়, যা স্বয়ং ঈশ্বর মনোনীত করেছেন, যেন তিনি যা তাকে দিতে চান, সে প্রার্থনার মাধ্যমে সে তা লাভ করে। অবশ্য মনে রাখতে হবে, প্রার্থনা মানে কেবল কয়েকটি কথা বিড়বিড় করা নয় (রোজারী) নয়, কিন্তু প্রার্থনা হল, হৃদয়ের ইচ্ছা। তাই, আমরা যখন ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রার্থনা করি, তখন আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে বাস করি; এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে থাকার মাধ্যমে বিশ্বাসী আমরা আশীর্বাদ ও সেবার পরিবেশে থাকি। এই কারণে, আমরা ভিক্ষুক নই; কিন্তু আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আর তাই, আমরা যখন আমাদের ধনবান পিতা ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা নিয়ে উপস্থিত হই, তখন তিনি তাঁর সন্তানদের প্রয়োজন পূর্ণ করে সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন।

প্রার্থনার উত্তর সম্বন্ধে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমরা যে বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করছি, সে বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা কী, তা জানতে তাঁর বাক্যে তিনি কী প্রতিজ্ঞা করেছেন বা কোন্ নীতির কথা বলেছেন, তা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। আর আমরা যখন তাঁর সেই ইচ্ছা উপলব্ধি করব, তখন আমরা নিশ্চয়তায় প্রার্থনাও করতে পারব এবং সেই প্রার্থনার উত্তর যে আমরা ইতিমধ্যে পেয়ে গেছি, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারব। আর এই নিশ্চয়তা আমাদেরকে অবিরত প্রার্থনা করতে (লুক ১৮:১) সাহস ও শক্তি যুগাবে। প্রভু বিশ্বাসী আমাদের অনন্তজীবনের নিশ্চয়তা দিন এবং সেই নিশ্চয়তায় তাঁর ইচ্ছানুসারে যাচনা করতে আমাদেরকে সাহস ও শক্তি দিন!


অনেক প্রতীক্ষার পর

প্রকাশিত হল

সমগ্র বাইবেলকে এক নজরে

উপলব্ধি করার

**এস. জি. ডে গ্রাফের**

৪ খণ্ডের প্রথম খণ্ড

# প্রতিজ্ঞা ও উদ্ধার

*(Bengali translation of*
***PROMISE AND DELIVERANCE (I)***
*by S. G. De Graff)*

প্রতি কপি মাত্র ১০০ টাকা

দশ বা তার বেশি কপির জন্য

মাত্র ৭৫ টাকা

প্রাপ্তিস্থান:–

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী
বি-৩৬ নন্দন কানন, সন্তোষপুর
কলকাতা ৭০০ ০৭৫
দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫